# ফাযায়েলে আমলের বিরুদ্ধে অভিযোগের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা


মূল লেখকঃ

মাওলানা ইলয়াস গুম্মান (দা.বা.)

খলীফাঃ মাওলানা হাকিম মুহাম্মাদ আখতার (রহঃ)

অনুবাদঃ

তৌফিক মোঃ হোসেন

সম্পাদনাঃ

মুফতি আব্দুল আজিজ

মুহতামিম, মাদরাসা উমর ইবনুল খাত্তাব

আইন্তা, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ,ঢাকা।



ইসলামিক দাওয়াহ এন্ড এডুকেশন একাডেমি (আইডিয়া)

## অনুবাদকের আরজঃ

الحمد لله رب العلمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله

والصلوات والسلام علي رسول الله و بعد:

আল্লাহ তাআলা মানব জাতির মধ্যে উম্মতে মুহাম্মাদিয়াকে সর্বোত্তম ঘোষণা করেছেন।

আল্লাহ বলেনঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যানের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। (সুরা আলি ইমরান: ১১০)

এই উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব দাওয়াতের কাজের কারনেই। তবলীগের কাজকে বর্তমান যামানার সবচেয়ে ফলপ্রসূ দ্বীনি কাজ বললে অত্যুক্তি হবে না। এই মুবারক মেহনতের ওসিলায় হাজার হাজার নয় বরং কোটি কোটি মানুষের জিন্দেগীতে আমুল পরিবর্তন এসেছে। তবলীগের কাজের পুরো কাঠামোকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে করে সকল শ্রেণীর লোক এতে অংশগ্রহন করতে পারে। এই মেহনতে যে কিতাবগুলো খুবই গুরুত্বের সাথে পড়া হয় তা হল শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়্যা (রহঃ)1 এর লিখিত ফাযায়েলে আমাল, ফাযায়েলে সাদাকাত।

আরবীতে প্রবাদ আছেঃ

"الناس اعداء لما جهلوا"

অর্থাৎ, 'মানুষ অজানা বিষয়ের শত্রু'

ফাযায়েলে আমল সম্পর্কেও অনেকে না জানার কারণে শত্রুভাবাপন্ন হয়ে বিভিন্ন রকম অভিযোগ করে থাকে। অল্প জ্ঞান, একমুখী অধ্যয়নই এসকল অভিযোগের কারণ। কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে। সবচেয়ে বেশি যে অভিযোগটি করা হয় তা হল এই কিতাবের হাদিসগুলো জাল, যঈফ ইত্যাদি। ফাযায়েলে আমলের হাদীসসমূহের তাখরীজ আরবীতে "تحقيق المقال في تخريج أحاديث فضائل الأعمال" প্রকাশিত হয়েছে। কিতাবটি আরব বিশ্বেও

1 অনেকে তাঁকে শুধুমাত্র ফাযায়েলে আমল দ্বারা বিচার করে থাকে। তিনি বিগত শতাব্দীর একজন বড় মুহাদ্দিস। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর চল্লিশটির বেশি কিতাব রয়েছে।কোনটি ১৮ খণ্ডের কোনটি ২৪ খণ্ডের, কোনটি ৬ খণ্ডের। তাঁর লিখিত কিতাবের মধ্যে একটি হল "আউজাযুল মাসালিক" যা মুওাত্তা ইমাম মালেক এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ। তাঁর আরেকটি কিতাব হল "আল আবুওয়াব ওয়াত তারাজিম লি সাহিহিল বুখারী" যা বুখারী শরীফের অধ্যায়ের শিরোনামগুলো সম্পর্কে লিখা। এটি ৬ খণ্ডের একটি কিতাব। কী পরিমাণ দক্ষ্যতা থাকলে একজন আলেম বুখারীর অধ্যায়ের শিরনামের উপর ৬ খণ্ড কিতাব লিখতে পারেন!

বহুল প্রচলিত। সাধারণ মানুষের কাছে অভিযোগসমূহ খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। তারা বিভ্রান্ত হয়ে যায়। যারা ফাযায়েলে আমল কিতাবটিকে হিদায়াতের নিয়তে পড়ছে তাদের তো জিন্দেগীতে আমলের বাহার আসছে। আর যারা বক্র চিন্তা নিয়ে পড়ছে তারা গোমরাহ হচ্ছে। তবলীগের সাথীরা একটা হিকমতপূর্নকথা বলে থাকেন। তা হল, যে কাজ করে তার হাজার ভুল, কিন্তু যে কাজ করে না তার ভুল একটাই যে সে কাজ করে না। শাইখ যাকারিয়্যা (রহঃ) এই একই ধরণের কথা ফাযায়েলে তাবলীগেও বলেছেন। তিনি বলেনঃ

"খৃস্টানদের স্বতন্ত্র দলসমূহ দুনিয়াব্যপী তাদের ধর্ম প্রচারের জন্য নির্দিষ্ট রহিয়াছে,অনুরুপভাবে অন্যান্য জাতির মাঝেও এই কাজের জন্য নির্ধারিত কর্মী রহিয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন হইল মুসলমানদের মধ্যেও কী এইরূপ কোন জামাত আছে? এর উত্তরে 'নাই' না বলিলেও 'আছে' বলাও মুশকিল। বরং কোন জামাত বা ব্যক্তি যদি এই কাজের জন্য দাঁড়ায়ও তবে সাহায্য ও সহযোগিতার পরিবর্তে তাদের বিরুদ্ধে নানা প্রশ্ন উঠাইয়া এমন চাপ সৃষ্টি করা হয় যে, শেষ পর্যন্ত তাহারা ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়ে। অথচ এই কাজের সাহায্য ও সহযোগিতা করা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিলে উহার সংশোধন[2] করাই ছিল প্রকৃত হিত কামনা। পক্ষান্তরে নিজে কোন কাজ না করিয়া, যাহারা করে তাদের বিরুদ্ধে নানা প্রশ্ন ও অভিযোগ উঠানো কাজ হইতে তাহাদের ফিরাইয়া রাখারই নামান্তর।"[3]

আসলে অভিযোগকারীদের সম্পর্কে অধিকাংশ সময়ই নিচের কথাটিই প্রযোজ্য হয়

وكم من عائب قولاً صحيحاً

وآفتهمن الفهم السقيم

অর্থাৎ, "সঠিক কথার সমালোচকের অভাব নেই। আর এ ব্যাধির মূল হল তাদের বক্র চিন্তাভাবনা।"

এরকম বিভ্রান্তিপূর্ণ কিছু অভিযোগের জবাব এই কিতাবে দেয়া হয়েছে। মূল কিতাবটি উর্দুতে। আরো আগে অনুবাদটি প্রকাশিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ব্যস্ততার কারণে তাড়াতড়ি সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নি। কিতাবটি আমার দুলাভাই মুফতি আব্দুল আজিজ সাহেব তাঁর তবলীগের এক সাল সফরে থাকা অবস্থায় সম্পাদনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন। সবশেষে বইটি প্রকাশের কারণে আমি ideabd.org ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে উম্মতের আরো খিদমত করার তৌফিক দান করুন।

আল্লাহর কাছে দুয়া করি যাতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই কিতাব থেকে উপকৃত করেন।

তৌফিক মোঃ হোসেন
৪ঠা রমযান, ১৪৩৬ হিজরী
রিয়াদ, সৌদিআরব

2 অনেকে এ সকল অভিযোগকে ত্রুটি বিচ্যুতির সংশোধন মনে করতে পারেন। আসলে তা নয়। কারণ ত্রুটি বিচ্যুতির সংশোধন কখনো আক্রমনাত্মক মানসিকতা নিয়ে করা হয় না বরং সহানুভুতি ও দরদের সাথে করা হয়।

3 ফাযায়েলে তাবলীগ: ৮

## লেখকের আরজ

আলহামদুলিল্লাহ শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়্যা (রহঃ)4 এর কিতাব, ফাযায়েলে আমাল, ফাযায়েলে সাদাকাতকে আল্লাহ তাআলা কবুলিয়াতের মর্যাদা দিয়েছেন। এটা তাঁর এখলাসেরই ফলাফল যে পুরা দুনিয়ায় এই কিতাবগুলো পড়া ও শুনা হচ্ছে5 এবং আল্লাহর ফযলে এই কিতাবগুলো অনেক ভাষায় অনুবাদও হয়েছে। এই কিতাবগুলো সম্পর্কে যে সকল অভিযোগগুলো উত্থাপন করা হয়েছে, তার মধ্যে কিছু অভিযোগের জবাব এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় দলিলসহ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা একাজকে কবুল করে একে হিদায়াত এবং এতমেনানের মাধ্যম বানান। আমিন।

[4] মশহুর গায়ক মুকাল্লিদ আলেম এরশাদুল হক আসারী সাহেব শায়খুল হাদীস (রহঃ)কে নিম্নবর্ণিত প্রসংশাবাণীসহ স্মরণ করেছেন- " بقية السلف حجة الخلف الشيخ العلامة محمد زكريا الكاندهلوي شيخ الحديث رحمه الله" (ইমাম বুখারী (রহঃ) পার বাআয ইতেরাযাত কা জাইযাঃ৯৪)

[5]একথা মশহুর গায়ক মুকাল্লিদ আলেম তাবিশ মাহদীও স্বীকার করেন – তিনি লেখেন, "আপনি দেশের যেকোন মসজিদে যান সেখানে আপনি লোকজনকে দেখবেন সকাল সন্ধ্যা তাবলীগী নিসাবই পড়ছে।" (তাবলীগী নিসাব এক মুতালেয়া পৃ১৫)

## কিছু কথা

বাতিলের পক্ষ থেকে হকের উপর যখন কোন আঘাত আসে তখন আহলে হকের পক্ষ থেকে এর জবাব না দেওয়া হলে বাতিল নিজেদের হকের উপর মনে করে। এজন্য প্রতি জমানায় এরকম হয়েছে যে, একদল হক্কের উপর আপত্তি করেছে আর অন্যদল হক্কের পক্ষ থকে এর জবাব দিয়েছেন। এর মূল কারণ হল সাধারণ মানুষ যেন বাতিলের পেশকৃত বিকৃত যুক্তি ও বিচ্ছিন্ন দালায়িল  দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়। এর জন্য হক ওয়ালাদের যত তাকলিফই হোক না কেন তা তারা বরদাশত করে নিয়েছেন। ইমাম আবু হানিফা রাহঃ, ইমাম মালিক রহঃ, ইমাম আহমাদ রাহঃ , ইমাম তাইমিয়া রাহঃ সহ আমাদের সালাফরা জীবনের শেষ পর্যন্ত এর দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন।

প্রতি জমানায় আল্লাহ তায়ালা আম ভাবে সকল তবকার মানুষের হেদায়েতের জন্য কোন না কোন মেহনতকে হেদায়াতের স্রোস হিসেবে পাঠান। এ জমানার জন্য সে লেহের বা স্রোত হল দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত। দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের সফলতা সূর্যের আলোর মত পরিস্কার। আমাদের কিছু ভাই এ মকবুল জামাতের উপর কিছু ভিত্তিহীন আপত্তি করে সাধারণ মানুষদের এ মুবারক জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টায় লিপ্ত। আর এজন্য আমরা আহলে হকের পক্ষ থকে এ সকল অভিযোগের জবাব হিসেবে পূর্বেও অনলাইন ও অফলাইনে কিছু কিতাব প্রকাশ করেছি। এবার আমরা এ ব্যাপারে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব বের করতে যাচ্ছি। কিতাবটি পাকিস্তানের মান্যবর আলেম মাওলানা ইলিয়াস গুম্মান সাহেব দা,বা এর লেখা। কিতাবটির উর্দু নাম  'তাবলীগ জামাত কিপার এতেরাজ আওয়ার উনকি এলমি জায়েজা'। কিতাবটি অনুবাদ করেছেন বন্ধু তৈফিক মুহাম্মদ হোসেন। আর এটি সম্পাদীত হয়েছে যোগ্য আলেমে দ্বীন মুফতি আব্দুল আযিয দা,বা এর হাতে। আইডিয়া পাবলিকেশনস থেকে প্রকাশিত তাবলীগ জামাতের ব্যাপারে অন্য কিতাবগুলো হল "তাবলীগ জামাত বিরুধী অপপ্রচারের জবাব" ও "আরব আলেমদের দৃষ্টিতে তাবলীগ জামাত"।

এ কিতাবটি মানুষের সামনে নিয়ে আসতে যত মানুষের শ্রম ও সময় ব্যাবহার হয়েছে আল্লাহ তায়ালাএ এর সবটুকুকে কবুল করে নিন।– আমিন।

আহ্নাফ বিন আলী আহ্মাদ
(আইডিয়া পাবলিকেশন এর পক্ষে)
**(আইডিয়া পাবলিকেশন-**
যোগাযোগঃ ০১৯২০-৯৬১৬৩৪)

## সূচিপত্র

- ফাযায়েলে আমল ঐ সময় লেখা হয়েছে যখন শাইখুল হাদীস (রহঃ)কে ডাক্তাররা বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ করা থেকে নিষেধ করেছিলেন ---------- ০৬
- কিছু হাদীসের হাওয়ালা বা তথ্যসূত্র পেশ করা হয় নি ---------- ০৭
- হানযালা রাযিঃ এর দুরকম বিপরীত ধর্মী ঘটনা ---------- ০৭
- ফাযায়েল আমল ও ফাযায়েলে সাদাকাতে যঈফ হাদীস আছে ---------- ০৮
- ফাযায়েলে আমলে আদম আঃ কর্তৃক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম এর ওয়াসিলা সম্পর্কিত এক হাদীসের উপর অভিযোগ এবং তার জবাব ---------- ০৯
- ফাযায়েলে আমালে এমন এক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যা দ্বারা রসুল(সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরিবার এর অপমান অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায় ---------- ১৭
- সাহাবাদের কতৃক নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রক্ত পানের ঘটনা বর্ণনা করা ---------- ১৯
- নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পেশাব ও পায়খানা পাক ---------- ২১
- وَلَقَد يَسَّرنَا القُرآنَ لِلذِّكرِ فَهَل مِن مُّدَّكِرٍ এর তরজমায় পরিবর্তণ করা হয়েছে ---------- ২৩
- এমন কিছু ঘটনা আছে যা অসম্ভব ---------- ২৫
- আওলিয়া কেরামগণ সম্পর্কে এমন ঘটনা লিখা হয়েছে যা আম্বিয়াগণ (আঃ) থেকেও প্রমাণিত নয় -------- ২৬
- পরিশিষ্ট ---------- ২৭

**অভিযোগঃ**

ফাযায়েলে আমল ঐ সময় লেখা হয়েছে যখন শাইখুল হাদীস (রহঃ)কে ডাক্তাররা বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ করা থেকে নিষেধ করেছিলেন। তিনি লিখেন

"সফর ১৩৫৭ হিজরীতে এক রোগের কারণে আমাকে কিছুদিন বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছিল।তো আমার মনে হল ঐ খালি সময়টুকু এই বরকতময় কাজে ব্যয় করি।"[6]

**জবাব:**

অভিযোগকারী ধোঁকাবাজি করে উক্ত কথাকে পুরো কিতাবের জন্য সাব্যস্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। ফাযায়েলে আমল অনেকগুলো পুস্তকের সমষ্টি যেগুলো বিভিন্ন সময় লেখা হয়েছে।

- হিকায়াতে সাহাবা শাওয়াল ১৩৫৮ হিজরী
- ফাজায়েলে কুরআন জিলহিজ্জাহ ১৩৪৮ হিজরী
- ফাজায়েলে নামায মুহাররম ১৩৫৮ হিজরী
- ফাজায়েলে যিকর শাওয়াল ১৩৫৮ হিজরী
- ফাজায়েলে তাবলীগ সফর ১৩৫০ হিজরী
- ফাজায়েলে রমযান রমযান ১৩৪৯ হিজরী

তিনি অসুস্থ অবস্থায় শুধুমাত্র হিকায়াতে সাহাবা লিখেছেন। বাকী পাঁচটি পুস্তক সুস্থ অবস্থায় লিখেছেন। কিন্তু অভিযোগকারী ধোঁকাবাজির মাধ্যমে একথা সাব্যস্ত করতে চেয়েছেন যে সকল পুস্তকই রুগ্নাবস্থায় লিখেছেন এবং এমন রোগ যার সম্পর্ক মস্তিষ্কের সাথে। অথচ ঘটনা এরকম নয়। লিখার সময় তাঁর মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ ঠিক ছিল। সে সময়য় তিনি অন্য রোগে আক্রান্ত ছিলেন যা তাঁর কথা "এক রোগের কারণে" থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে। ঐ রোগ সম্পর্কে তা তিনি নিজেই বলেছেন যে, তা নাসারন্ধ্র থেকে রক্ত ঝরার অসুস্থতা ছিল।[7]

অভিযোগকারীকে আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই, হিকায়েতে সাহাবা (রাঃ) এ এমন কোন্ কথা আছে যা কুরআন এবং হাদীসের খেলাফ? যদি এমন কথা তিনি প্রমাণ করতে না পারেন তাহলে তার উচিত সে যেন শাইখুল হাদীস (রহঃ) এর কারামতকে স্বীকার করেন। তিনি রুগ্ন অবস্থায় যদি এত সুন্দর কিতাব লিখেন। যদি সুস্থ অবস্থায় লিখতেন তাহলে তা কত সুন্দর লিখতেন?

---

6(ফাযায়েলে আমল (উর্দু) পৃষ্ঠা ৮ রিসালা হিকায়েতে সাহাবা, ফাযায়েলে আমাল (বাংলা) পৃষ্ঠা-১২, হিকায়াতে সাহাবা অধ্যায়)

7 (দেখুন: আপবীতি পৃষ্ঠা : ১৭৬/১ (উর্দু), ১৩৪/১ (বাংলা,আল-কাউসার প্রকাশনী))

**অভিযোগ:**

ফাযায়েলে আমল ও ফাযায়েলে সাদাকাতে কিছু হাদীস এমনও আছে যার কোন হাওয়ালা বা তথ্যসূত্র হযরত শাইখুল হাদীস (রহঃ) পেশ করেননি এবং যেসব হাদীস সূত্র ছাড়া হয় তা সাধারণত মজবুত হয় না।

**জবাব:**

এই কথার জবাব হযরত শাইখ (রহঃ) নিজেই ফাযায়েলে কুরআনের শুরুতে দিয়েছেন। তিনি বলেন-"এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সতর্ক করা জরুরি। তা এই যে, আমি হাদীসে হাওয়ালা দেয়ার ব্যাপারে মিশকাত, তানকীহুর রুওয়াত, মিরকাত এবং এহইয়াউ উলুমিদ্দীন এর শরাহ এবং মুনযীরি (রহঃ)এর তারগীব এর উপর ভরসা করেছি, এবং অধিক পরিমাণে এসব থেকে (হাদীস) নিয়েছি। এইজন্য সেগুলোর হাওয়ালার জরুরত মনে করিনি, এগুলো বাদে কোন কিতাব থেকে হাদীস নিলে তার হাওয়ালা লিখে দিয়েছি।"[8]

হযরত (রহঃ) এর কথা এ ব্যাপারে একদম পরিষ্কার যে, অভিযোগকারী কোন হাদীসে হাওয়ালা না পেলে তিনি এই পাঁচ কিতাবের দিকে মনোনিবেশ করবেন। সেখানেও যদি হাদীসগুলো না পান অভিযোগ উপস্থাপন করতে পারেন।তা না হলে বেহুদা অভিযোগ থেকে নিবৃত্ত হবেন কারণ বেহুদা অভিযোগ করা আখলাকে হাসানাহের খেলাফ।

**অভিযোগঃ**

হযরত শাইখুল হাদীস (রহঃ) হযরত হানযালা (রাঃ) এর ঘটনায় দুরকম বিপরীতধর্মী ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এক জায়গায় তাঁর বিবি বাচ্চা আছে বলে উল্লেখ করেছেন[9]। আরেক জায়গায় লিখেছেন, হানযালা(রাঃ) নতুন বিবাহ করেছিলেন জানাবতের গোসল না করেই যুদ্ধে গিয়ে শহীদ হয়েছেন[10]।

**জবাব:**

অভিযোগকারীর মোতালাআ এতই কম যে একথারও খবর নাই যে, একই নামে অনেক লোক থাকা সম্ভব। আসলে হানযালা নামে দুইজন সাহাবী আছেন। একজন হানযালা ইবনুর রবি (রাঃ) যিনি ওহী লেখক এবং অপরজন হানযালা ইবন মালিক (রাঃ), যাঁকে ফেরেশতারা গোসল দিয়েছিলেন।[11]

সুতরাং শাইখ (রহঃ) এর কথায় কোন বৈপরিত্ব নেই।

---

8(ফাযায়েলে আমল পৃষ্ঠা-২০৮(উর্দু), ফাযায়েলে কুরআন পৃষ্ঠা-৭ (বাংলা) )

9 (হেকায়েতে সাহাবা: পৃষ্ঠা-৫৮)

10 (হেকায়েতে সাহাবা: পৃষ্ঠা-১২০)

11 (মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) লিখিত মিরক্বাত শরহে মিশকাত: খণ্ড ৫ পৃষ্ঠা ৪০, হাশিয়াহ মিশকাত পৃষ্ঠা: ১৯৭,ইবনে হাজর আল আসক্বালানী (রহঃ) লিখিত আল ইসাবাহ: খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৩৫৭ )

**অভিযোগঃ**

ফাযায়েল আমল ও ফাযায়েলে সাদাকাতে যঈফ হাদীস আছে।

**জবাবঃ**

মুহাদ্দিসীনের উসুল হল যঈফ হাদীস ফাযায়েলের জন্য গ্রহণযোগ্য।

ইমাম নববী (রহঃ) (মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাদাতা) বলেনঃ

"قال العلماء من المحدثون والفقهاء وغيرهم يجوز ويستحب العمل في الفضاءل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعًا "

"মুহাদ্দিসীন, ফুকাহা এবং অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেছেন যঈফ হাদীসের উপর আমল করা ফাযায়েল, তরগীব ও তারহিবের জন্য জায়েজ এবং মুস্তাহাব, শর্ত এই যে সেই হাদীস মনগড়া না হয়।"[12]

নিম্নলিখিত উলামায়ে কিরামগণও এই মূলনীতি স্বীকার করেছেন-

| | |
|---|---|
| মোল্লা আলী ক্বারী | (মওযুআত কাবীর-৫, শরহুল নিকায়াহ: ৯/১) |
| ইমাম হাকিম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরী (রহঃ) | (মুস্তাদরাক হাকিম: ৪৯০/১) |
| আল্লামা সাখাবি (রহঃ) | (আল কাওলুল বাদি: পৃষ্ঠা ১৯৬) |
| শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া(রহঃ) | (মাজমুউল ফাতওয়া: ৩৯/১) |

গায়রে মুকাল্লাদীন শাইখগণও এই মূলনীতি পোষণ করেন। যেমন-

| | |
|---|---|
| শাইখুল কুল মিঞা নাযির হুসাইন দেহলভী (রহঃ) | ( ফাতাওয়া নাযিরিইয়্যাহ:খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ২৬৫) |
| নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেব (রহঃ) [13] | (দালিলুত তালিব আলাল মাতালিব:পৃষ্ঠা ৮৮৯) |
| মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসারী (রহঃ) | (আখবারুল হাদীস, ১৫ শাওয়াল, ১৩৪৬ হিজরী) |
| হাফেজ মোহাম্মাদ লাখবী (রহঃ) | (আহওয়ালুল আখরাস – পৃষ্ঠা ৬) |
| মাওলানা আব্দুল্লাহ রৌপড়ী সাহেব (রহঃ) | (ফাতাওয়া আহলে হাদীস – খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ৪৭৩) |

12 (আল আযকার": পৃষ্ঠা ৭-৮ মিসর থেকে প্রকাশিত)

13 (ইনি গায়রে মুকাল্লিদীনদের নিকট অনেক বড় আলেম হিসেবে স্বীকৃত (আপ কা মাসয়েল আওর উনকা হাল কুরআন সুন্নাহ কি রৌশনি মে (মুবাশ্শির আহমাদ রব্বানী কর্তৃক সম্পাদিত): খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ১৮১)

## হযরত শাইখুল হাদীস (রহঃ) ও এই উসূল বর্ণনা করেছেন

শেষে এই বিষয়ে সতর্ককরণও জরুরী যে, মুহাদ্দিসীনদের নিকট ফাযায়েলের রিওয়ায়াতসমূহে প্রশস্ততা রয়েছে এবং সাধারণ দূর্বলতা ক্ষমাযোগ্য বলে বিবেচিত। তবে সুফিয়ায়ে কিরামগণের ঘটনাসমূহ ঐতিহাসিক মর্যাদাসম্পন্ন এবং এটা স্পষ্ট যে, ইতিহাসের মর্যাদা হাদীসের তুলনায় অনেক কম।[14]

**দ্রষ্টব্যঃ**

হযরত শাইখুল হাদীস(রহঃ) যদি কোন দূর্বল হাদীস বর্ণনা করেও থাকেন, তিনি তার সাথে আরবীতে একথাও লিখেও দিয়েছেন, এই হাদীস যঈফ। কোন হাদীসকে সহী বা যঈফ বলা যেহেতু ওলামাদের সাথে সম্পর্কিত, শাইখুল হাদীস (রহঃ) এক্ষেত্রে বড় হিকমতের সাথে কাজ করেছেন যে, তিনি এই কথাগুলো আরবীতে লিখেছেন যাতে সাধারণ মানুষ এই বিষয়ে নাক না গলাতে পারে, এবং যে কথাগুলো সাধারণ মানুষের সাথে সম্পর্কিত তা শাইখ (রহঃ) উর্দুতে লিখেছেন যাতে কারো বুঝতে কষ্ট না হয়।[15] একথাও মনে রাখা দরকার, হযরত শাইখ (রহঃ) এর উপরোক্ত আমলের দ্বারা একথারও প্রমাণ পাওয়া যায় যে হযরত (রহঃ) শুধু সামান্য দূর্বলতাযুক্ত হাদীসই বর্ণনা করেছেন।

## ফাযায়েলে আমলের এক হাদীসের উপর অভিযোগ এবং তার জবাব।

**অভিযোগের ১ম অংশ:**

এই হাদীসটি দূর্বল বরং মওযু (মনগড়া)।

عن عمر (رضي الله عنه) قال قال رسول االه صلي االه عليه وسلم لما أذنب ادم الذنبه رفع رأسه إلى السماء فقتا اسئلك بحق محمد الا غفرت لى فأوحى الله إليه من محمد فقال تبارك اسمك لمّا خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك فإذا فيه مكتوب لا اله إلا الله محمد رسول الله فعلمت انه ليس احد اعظم عندك قدراً عمن جعلت اسمه مع اسمك فأوحى الله إليه يا ادم انه اخر النبيين من ذريتك ولولا هو ما خلقتك

উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যখন আদম (আঃ) কর্তৃক সামান্য পদস্খলন হল (যার কারণে তাঁকে জান্নাত থেকে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হল তকহন তিনি সব সময়য় কান্না কাটি করতেন আর ইস্তেগফার করতেন) একবার তিনি আসমানের দিকে মুখ করে বলেন ইয়া আল্লাহ্! আমি মুহাম্মাদ (সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওয়াসিলায় মাফ চাচ্ছি তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে বললেন "মুহাম্মাদ কে? (যার ওয়াসিলায় তুমি মাফ চেয়েছ?) "তিনি বললেনঃ যখন আপনি আমাকে সৃষ্টি করছেন তখন আমি আরশের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম সেখানে লেখা রয়েছেঃ لا اله إلا الله محمد رسول الله তখনই আমি বুঝে ফেলেছিলাম যে মুহাম্মাদ (সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চেয়ে মর্যদাবান ব্যক্তি আপনার কাছে আর কেউ নেই তাই আপনি তার নাম আর আপনার

14 (ফাযায়েল আমল (উর্দূ) পৃষ্ঠা :৩৮৪; ফাযায়েলে নামায: ৯৬ , ফাযায়েলে কুরআন (বাংলা): ৬; কুতুবে ফাযায়েল পার ইশকালাত আওর উনকে জাওয়াব, জবাব নং-৬৫, ফাযায়েলে দরুদ পৃষ্ঠা:৫৬)

15 একথার সমর্থন ফযায়েলে নামাযের ভূমিকায় পাওয়া যায় তিনি (শাইখ যাকারিয়্যা (রহঃ))-"আর যেহেতু নামাযের প্রতি তাবলীগকারী অধিকাংশ আলেমও হইয়া থাকেন এইজন্য হাদীসের হাওয়ালা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো আলেমদের জন্য আরবীতে দেওয়া হইলো।" (ফাযায়েলে নামায- পৃষ্ঠা: ৪)

নিজের নাম একসাথে রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা তার নিকট ওহী নাযিল করলেন যে, "তিনি খাতামুন নাবিয়্যীন এবং তোমার সন্তানদের একজন। যদি তিনি না থাকলে তোমাকেও সৃষ্টি করা হত না।"[16] (ফাযায়েলে আমল: ৪৯৭)

**জবাব:**

এই হাদীসটি মওযু ( মনগড়া ) এ কথা আমরা কখনও মানি না। বাকী রইল হাদিসটির যঈফ হওয়ার বিষয়টি। এটা এমন যঈফ নয় যে তা ফাযায়েলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না। অথচ এই হাদীস্টিকে নিম্নলিখিত ওলামায়ে কেরামগণ প্রমাণযোগ্য বলেছেন[17]:

| | |
|---|---|
| আল্লামা কাস্তালানী (রহঃ) | (আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহ-পৃষ্ঠা:৫১৫, ২য় খণ্ড) |
| ইমাম বাইহাকী (রহঃ) | (দালাইলুন নুবুওওয়াহ ) |
| ইমাম হাকেম (রহঃ) | ( মুস্তাদরাকে হাকেম ) |
| আল্লামা সুবকী (রহঃ) | ( শিফাউস সিকাম) |

**অভিযোগের ২য় অংশ:**

এই হাদীস কুরআনের খেলাফ। কুরআনে কারীম থেকে প্রমাণিত যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আদম (আঃ) কে কিছু কথা দেয়া হয়েছিল যা তিনি পড়েছিলেন এবং আল্লাহ তাঁর তওবা কবুল করেছিলেন (সুরা বাকারা: ৩৭) আর এ হাদীস থেকে পাওয়া যাচ্ছে যে, হযরত আদম (আঃ) মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উসিলা দিয়েছেন তারপর তাঁর তওবা কবুল হয়েছে। তাই এই হাদীস কুরআনের খেলাফ।

**জবাব:**

কুরআন বুঝার জন্য আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুখাপেক্ষী। তাঁর কথা কুরআনের খেলাফ হতে পারে না। বরং তা কুরআনের তাফসীর। হযরত আদম (আঃ) কে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কিছু কথা শিখিয়ে দেয়া হয়েছিল এটা তো অভিযোগকারী নিজেই স্বীকার করেছেন। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে আদম (আঃ) এর উপর নেআমত, অনেক সময় নেয়ামত আমলের বিনিময়ে পাওয়া যায়। প্রশ্ন হল এই নেয়ামত আদম(আঃ) কোন আমলের বিনিময়ে পেলেন? এই ব্যাপারে কুরআনে কারীমে কোন নিছু উল্লেখ নেই, বরং এই হাদীসে ঐ আমলের বর্ণনা আছে যে, হযরত আদম (আঃ) (কান্নাকাটি ও ইস্তিগফার) এর সাথে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওয়াসিলাও দিয়েছেন তারপর আল্লাহ তাআলা কিছু কথা শিখিয়ে দিয়েছেন যা তিনি পড়েছেন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর তওবা কবুল করে নিয়েছেন। তো প্রমাণিত হল যে এই হাদীস কুরআনের খিলাফ নয় বরং কুরআনের তাফসির। আল্লাহ তাআলা সবাইকে সহী বুঝ দান করুন।[18] (আমিন সুম্মা আমিন)

---

16 اخرجه الطبراني في الصغير والحاكمو ابونعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل وابن عسار في الدرر وفي مجمع االزوائد كذا في فضائل الاعمال ص 497

17 (তাহকীকে মাসলায়ে তাওয়াসসুল পৃষ্ঠা: ৬৬)

18 (তাফসিরে ফাতহুল আযিয লি শাহ আব্দিল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলভী-১৮৩/১ এর সারসংক্ষেপ)

এই হাদীসকে নিম্নলিখিত মুফাসসিরগণ উক্ত আয়াতের তাফসিরে বর্ণনা করেছেন।

তাফসীরে দুররে মনসুর-সুয়ুতী
তাফসীরে হাক্কি
তাফসীরে সালাবি-আবি যায়েদ আব্দুর রহমান
মুহাম্মাদ মাকলুফ (রহঃ)

**সতর্কতাঃ-**

আসলে হাদীসের উপর অভিযোগ করা হয়েছে ওয়াসিলার কারণে। তাই সংক্ষিপ্তভাবে ওয়াসিলার হাকিকত বর্ণনা করা হচ্ছে।

**ওয়াসিলার প্রকারভেদের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা**

ওয়াসিলা

নেক আমল দ্বারা(ওয়াসিলা বিল আমালিস সালিহ)

কোন নেক আমলের ওয়াসিলা দেয়া। এই রকম ওয়াসিলা জায়েয হওয়ার বিষয়ে কোন মতানৈক্য নেই। এর দলিল হচ্ছে 'হাদিসে গার' যা বুখারীতে আছে। বনী ইসরাইলের ৩জন একটি গুহায় প্রবেশ করেন। গুহার প্রবেশপথ একটি বড় পাথরের দ্বারা বন্ধ হয়ে যায়(ঝড়ে)। তিনজনেই নিজের আমলের ওয়াসিলা দিয়ে দুআ করেছেন এবং আল্লাহ তাদের দুআ কবুল করেছেন এবং মুসিবত থেকে নাজাত দিয়েছেন। (বুখারী: খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ৮৮৩, মুসলিম: খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ৩৫৩)

কোন সত্ত্বার ওয়াসিলা দেয়া

জীবিত কোন ব্যাক্তির ওয়াসিলা দেয়া। এই ধরণের ওয়াসিলাও সম্মিলিত মতানুযায়ী জায়েজ। দলীলঃ হযরত উমর(রাঃ) হযরত আব্বাস(রাঃ) এর ওয়াসিলা দিয়েছেন। (বুখারী: খণ্ড ৯ পৃষ্ঠা ১৩৭)

হযরত আমির মুয়াবিয়া (রাঃ) ইয়াযিদ ইবন আল-আসওয়াদ আল-জুরাশি এর ওয়াসিলা দিয়েছেন বা হাওয়ালা যিয়ারাতুল কুবুর ওয়াল ইস্তিনজাদ বিল কুবুর লি ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) :পৃষ্ঠা ১৯৩; আল-বিদায়াহ ওয়াননিহায়াহ : খণ্ড ৮ পৃষ্ঠা ৩২৪, মুখতাসারুল ফাতাওয়া আল-মিসরিয়্যাহ লি আল্লামা বদরুদ্দিন বা'লী :পৃষ্ঠা ১৯৬

ঐ ব্যাক্তির ওয়াসিলা দেয়া যিনি জীবিত নন। আল্লামা তাজউদ্দীন সুবকী আশ-শাফেয়ী(রহঃ) এর মতে ওয়াসিলার এই ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) ছাড়া সালাফ ও খালাফ বা পুর্ববর্তী ও পরবর্তী ওলামায়ে কিরামগণের কেউ অস্বীকার করেন নি , তিনি বলেন,

"لم ينكره احد من السلف و الخلف إلا ابن تيميه "

(শামী: ৩৫০/৫; শিফাউস সিকাম:১২০, রহুল মাআ'নি: ১২৬/৬ এর সূত্রে)

**ওয়াসিলা বিযযাত (কোন ওয়াসিলা দেয়া) এর হুকুম ও হাকীকত:**

আম্বিয়া (আঃ), আওলিয়ায়ে কেরাম এবং সুলাহায়ে কিয়াম এর ওয়াসিলা দ্বারা আল্লাহর কাছে দুআ চাওয়া শরয়ীভাবে জায়েজ, বরং দুআ কবুল হওয়ার মাধ্যম হওয়ার কারণে মুস্তাহসান ও উত্তম। কুরআন মাজীদের ইশারাত (ইঙ্গীত), হাদীসের ভাষ্য , আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের জমহুর ওলামায়ে কেরাম এবং বিশেষভাবে আকাবিরিনে উলামায়ে দেওবন্দ এর বাণীসমূহ থেকে এই ধরণের তাওয়াসসুল (ওয়াসিলা দেয়া) নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। তাওয়াসসুলকে মুআসসিরে হাকীকীও মনে না করা চাই যে, এছাড়া (অর্থাৎ ওয়াসিলা দেয়া ছাড়া) দুআ কবুলই হয় না। তাওয়াসসুলের অর্থ এটাও নয় যে, আম্বিয়া (আঃ) এবং আউলিয়া কেরাম(রহঃ)-দের কাছে নিজের প্রয়োজন চাওয়া হবে, তাদের নিকট ইস্তিগাসাহ ও ফরিয়াদ করা হবে, যা কিছু অজ্ঞ লোকের তরিকা। কেননা ইহা নিঃসন্দেহে শির্ক এবং এ থেকে বেঁচে থাকা জরুরী।

**হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) এর দৃষ্টিতে ওয়াসিলা বিযযাতের হাকীকতঃ**

"তাওয়াসসুলের হাকীকত হল এই যে হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তি আমার মতে আপনার নিকট মকবুল এবং মকবুল বান্দাদের সাথে মুহাব্বাত রাখার উপর আপনার মুহাব্বতের ওয়াদা আছে

المرء مع من احب

ব্যাস আমি আপনার নিকট ঐ রহমত চাই। তাওয়াসসুলে এই ব্যাক্তি আউলিয়া কেরামের সাথে নিজের মুহাব্বাতকে প্রকাশ করে এই মুহাব্বতের উপর রহমত এবং সওয়াব চায় এবং আউলিয়াল্লাহদের মুহাব্বাত আল্লাহর রহমত ও সওয়াব লাভের কারণ, নুসূস থেকে প্রমাণিত।"[19]

তিনি আরো বলেন:

সারসংক্ষেপ হল:

والثالث دعاء الله ببركة هذا المخلوق المقبول وهذا قد جوزه الجمهور الخ

অর্থাৎ, "এবং তাওয়াসসুল এর তৃতীয় ছুরত হল এই যে কোন মকবুল মাখলুকের বরকতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নিকট চাওয়া এবং একে জমহুর ওলামায়ে জায়েয সাব্যস্ত করেছেন।"[20]

**যে ব্যাক্তি দুনিয়াতে নেই, কুরআন থেকে তার ওয়াসিলা জায়েয হওয়ার দলিল:**

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۚ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

[19]আনফাসে ঈসার উদ্ধৃতিতে তাহকিক মাসাআলায়ে তাওয়াসসুল পৃষ্ঠা:৭)

[20]বাওয়াদিরুন নাওয়াদির পৃষ্ঠা:৭৬১

অর্থাৎ, “এবং যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে কিতাব এসে পৌঁছাল, যা সে বিষয়ের সত্যায়ন করে যা তাদের কাছে রয়েছে এবং তারা আগে অন্যান্য কাফেরের উপর বিজয়ী হওয়ার কামনা করত…… (সুরা বাকারাঃ৮৯)

**আল্লামা সায়্যেদ মাহমূদ আলুসী (রহঃ), মুফতিয়ে বাগদাদ এই আয়াতের তাফসীরে লিখেন:**

“نزلت في قريظة والنضير كانو يستفتحون على الاوس والخزرجبرسول الله قبل مبعثه قاله ابن عباس رضي الله عنه و القتاده رحمه الله-الخ-”

এই আয়াত বনু কুরাইয়া এবং বনু নাযির এর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। তারা আউস এবং খাযরাজের বিরুদ্ধে হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রেরিত হওয়ার আগে তাঁর ওয়াসিলা দিয়ে বিজয় চাইত যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদা (রহঃ) বলেছেন।[21]

**আল্লামা মাহাল্লী (রহঃ) এই আয়াতের তাফসিরে লিখেন:**

হযরত মুহাম্মদ(সঃ) এর দুনিয়ায় আসার আগে ইয়াহুদীরা কাফেরদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাইত এবং একথা বলত

"اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث اخر الزمان"

অর্থাৎ, “ইয়া আল্লাহ! আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে আখেরী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওয়াসিলায় সাহায্য কর।”[22]

**এই তাফসির নিম্নবর্ণিত কিতাবসমূহেও বর্ণিত রয়েছে:**

| | |
|---|---|
| তাফসিরে কাবির | খণ্ড ৩ পৃষ্ঠা ১৮০ |
| তাফসিরে ইবনে জারীর তাবারী | খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ২৫৫ |
| তাফসিরে বাগাবী | খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৫৮ |
| তাফসিরে কুরতুবী | খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ২৭ |
| তাফসিরে আল-বাহরুল মুহিত | খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ২০২ |
| তাফসিরে ইবনে কাছির | খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ১২৪ |
| তাফসিরে আবিস সাউদ | খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ১২৮ |
| তাফসিরে মাযহারী | খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৯৪ |
| তাফসিরে রুহুল মাআনী | খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৩১৯ |

21 (তাফসিরে রুহুল মাআ’নী-৩২০/১)

22 (তাফসিরে জালালাইন:১২)

| | |
|---|---|
| তাফসিরে ইবনে আব্বাস(রাঃ) | খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ১৩ |
| তাফসিরে খাযিন | খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৬৪ |
| তাফসিরে মাদারিক | খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৩২ |
| তাফসিরে দুররে মানসূর | খণ্ড ১পৃষ্ঠা ৮৮ |
| তাফসিরে তাবসিরুর রহমান আরাবী | খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৫২ |
| তাফসিরে সফওয়াতুত তাফাসির | খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৭৭ |
| তাফসিরে মাওযিহুল কুরআন | পৃষ্ঠা : ১৫ |
| তাফসিরে মাআরিফুল কুরআন –ইদ্রীস কান্ধলভী (রহঃ) | পৃষ্ঠা : ১৭৭ |
| তাফসিরে জাওয়াহিরুল কুরআন – মাওলানা গোলামুল্লাহ খান সাহেব লিখিত | পৃষ্ঠা : ৪৯ |
| তাফসিরে আল মানহাতুল ওয়াহাবিয়্যাহ – আল্লামা দাউদ ইবনে সুলাইমান আল-বাগদাদী লিখিত | পৃষ্ঠা : ৩১ |
| বাদাইউল ফাওয়াইদ লি ইবনিল কায়্যিম হাম্বলী | খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা ১৪৫ |
| তাফসিরে আযিযী | পৃষ্ঠা : ৩২৯ |

**সতর্কবাণী:**

উসুলে ফিকহে আছে যে, আল্লাহ তাআলা এবং রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি পূর্ববর্তী লোকদের শরিয়তসমূহকে অস্বীকার না করে বর্ণনা করেন তবে তা আমাদের উপরও জরুরী।[23]

**দ্রষ্টব্য:**

যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়ায় ছিলেন না তখন ইয়াহুদীরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওয়াসিলা দিয়েছে, যা আল্লাহ তাআলা কোনরূপ অস্বীকার ব্যতীত বর্ণনা করেছেন এবং রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পক্ষ থেকেও ওয়াসিলা বাতিল করার কোন বর্ণনা নেই , নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখনও দুনিয়ায় নেই, সেজন্য এই আয়াতের আলোকে প্রমাণ হয়, এখনও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওয়াসিলা দেয়া জায়েজ।

**হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) থেকে ওয়াসিলা জায়েয হওয়ার দলিল:**

এক ব্যক্তি হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) এর নিকট এক জরুরী কাজের জন্য আসা যাওয়া করত। এবং হযরত উসমান (রাঃ) (সম্ভবত ব্যস্ততার কারণে) তার দিকে মনযোগ দিতেন না আর তার সমস্যা সমাধানও করতেন না। সে ব্যক্তি হযরত উসমান ইবনে হানিফ (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তার কাছে অভিযোগ করলেন। তিনি বললেন, ওযুর জায়গায় যাও এবং ওযু কর তারপর মসজিদে গিয়ে দুই রাকাত নামায পড়ে বল – "ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাচ্ছি এবং নবীয়ে রহমত হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওয়াসিলা দ্বারা তোমার দিকে মুখাপেক্ষী হচ্ছি।"

23 নুরুল আনওয়ার:২১৬ ; এই মূলনীতিকে তাসকীনুল কুলূবের গ্রন্থকার ৭৬ পৃষ্ঠায় এবং নিদায়ে হক্কের গ্রন্থকার ১০১ পৃষ্ঠায় মেনে নিয়েছেন।

এই রিওয়ায়াতের শেষে এর বিশ্লেষণ রয়েছে যে, সেই ব্যক্তি এরকমই করলেন এবং দোয়ার বরকতে হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) তার তাকে তাযিম ও সম্মান করলেন এবং তার কাজও সমাধান করে দিলেন।[24]

ইমাম ত্ববারানী (রহঃ) বলেন, والحديث الصحيص

অর্থাৎ, "ইহা সহীহ হাদীস।"[25]

*আল্লামা মুনযিরি (রহঃ) ও তাঁর সমর্থন করছেন[26]

আল্লামা ইবনে হাজার মাক্কী (রহঃ) বলেন: رواه الطبرانى بسند جيدٍ

অর্থাৎ, "ত্ববারানী এই হাদিসকে জায়্যিদ সনদে বর্ণনা করেছেন"।[27]

**<u>হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) এই রিওয়ায়েত থেকে বর্ণনা করার পর লিখেনঃ</u>**

এর দ্বারা তাওয়াসসুল বাদাল ওয়াফাত (মৃত্যুর পর ওয়াসিলা দেয়া) ও প্রমাণিত হয়েছে। এটা রাওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার সাথে সাথে দিরায়ত দ্বারাও প্রমাণিত কারণ প্রথম রেওয়াতের অধীনে যে তাওয়াসসুলের নির্যাস বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যে রিওয়ায়াত ও দিরায়াত উভয়ই আছে। [28]

নিম্নউল্লেখিত উলামায়ে কিরামগণও এই ওয়াসিলাকে জায়েজ বলেছেনঃ

| | |
|---|---|
| আল্লামা সায়্যিদ সামহুদী (রহঃ) | ওয়াফাউল ওয়াফা : খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ৪২২ |
| আল্লামা তাজুদ্দিন সুবকী শাফেয়ী (রহঃ) | শিফাউস সিকাম : ১২০ |
| আল্লামা আলুসী হানাফী (রহঃ) | রুহুল মাআনী : খণ্ড ৬ পৃষ্ঠা ১২৮ |
| শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) | হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ |
| শাহ মুহাম্মদ ইসহাক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) | মিআতু মাসাইল :৩৫ |
| শাহ মুহাম্মদ ইসমাইল শহীদ (রহঃ) | তাক্বিয়াতুল ইমান :৯৫ |
| আল্লামা আব্দুল হাই লাখনভী (রহঃ) | মাজমুআ ফাতাওয়া: খণ্ড ৩ পৃষ্ঠা ২৩ |
| মাওলানা হুসাইন আলী সাহেব (রহঃ) | বালাগাতুল হাইরান: ৩৫৪ |
| মুফতি আযিযুর রহমান (রহঃ) | ফাতাওয়া দারুল উলুম: ৫ম খণ্ড পৃষ্ঠা: ৪২৩,৪২৪,৪৩১ ,৪৪১ |
| মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ) | ফাতাওয়া রাশিদিয়্যাহ: খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৭৮ |
| মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহঃ) | মাআরিফুল কুরআন: খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৪২,৪৪ |
| দেওবন্দের আকাবির ওলামায়ে কিরাম | আলমাহনাদ আলাল মাফনাদ |

24 মুজামুল সাগীর ওয়া শিফাউস সিকাম, পৃ১২৪,১২৫; ওয়াফাউল ওয়াফা পৃ৪২০, ৪২১/২

25 মু'জামুস সগীর:১০৪

26 আত-তারগীব ওয়া তারহীব :২৪১/১

27 হাশিয়া ইবনে-হাজার মাক্কী(রহঃ) আলাল-ইয়াহি ফি মানাসিকিল হাজ্জ লিন নববী পৃষ্ঠা ৫০০, মিসর থেকে প্রকাশিত

28 (নাশরুত তিব: ১২৫৩) ।এই ধরণের ভাবার্থ শিফাউস সিকামের (সুবকী (রহঃ) কৃত) পৃষ্ঠা ১২৫ এ, এবং ওয়াফাউল ওয়াফা (সামহুদি(রহঃ) কৃত) এর ২য় খন্ডের পৃষ্ঠা ৪২০ এ বর্ণিত রয়েছে।

**দ্রষ্টব্য:**

যেভাবে নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর তাওয়াসসুল জায়েয সেভাবে সলফে সালেহীনদের তাওয়াসসুলও জায়েয। যা নিম্নলিখিত উলামায়ে কিরাম স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন

- ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মদ আল-আব্দারী আল ফাসি আল-মালিকী (ইবনুল হজ নামে পরিচিত, মৃত :৭৩৭ হি.)[29]
- আল্লামা ইবনে হাজর মাক্কী (রহঃ)।[30]
- আল্লামা আলুসী (রহঃ) এর ব্যখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। [31]

**হযরত থানভী (রহঃ) ওয়াসিলার ব্যাপারে এক অভিযোগের জবাব এভাবে দিয়েছেন:**

এই হাদীস দ্বারা নবী ব্যতীত অন্য কারো ওয়াসিলা দেওয়া জায়েজ প্রমাণিত হয় – যখন তার সাথে নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কোন কারাবাতে হিসসিয়্যাহ (সত্যিকার অর্থে) বা কারাবাতে মা'নাভী (ভাবার্থে নৈকট্য) এর সম্পর্ক থাকে।

অতএব, নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওয়াসিলা দেয়ার এই ধরণও পাওয়া গেল। উলামায়ে কেরাম বলেছেন, এজন্য না যে নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যুর পর তার ওয়াসিলা দেয়া জায়েজ নয়, যখন অন্য রেওয়ার দ্বারা তার বৈধতা প্রমাণ হয়। এবং এই ব্যাপারে সতর্ক করার জন্যই হযরত উমর(রাঃ) হযরত আব্বাস(রাঃ) এর ওয়াসিলা দেয়েছেন। যেহেতু এই ওয়াসিলা দেওয়ার ব্যাপারে কোন সাহাবী (রাঃ) থেকে কোন আপত্তি বর্ণিত নেই সেহেতু এটা ইজমার পর্যায়ভুক্ত।[32]

**নিম্নলিখিত উলামায়ে কিরামগণও একথাই বলেছেন:**

- মুহাদ্দিসে কাবির আল্লামা জাফর আহমদ উসমানী (রহঃ) (ইমদাদুল আহকাম: ১৪/১)
- মাওলানা মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গোহী (রহঃ) (ফাতাওয়া মাহমুদিয়্যাহ ১৩৬,১৩৭/৫)
- মাওলানা খাইর মুহাম্মদ জালান্ধরী (রহঃ) (খাইরুল ফাতাওয়া-১৯৮/১)

**ইমামুল মুনাযিরীন হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আমিন উকাড়বী (রহঃ) এর একটি ঘটনাঃ**

তিনি বলেন "আমি যখন উমরায় গিয়েছিলাম তখন দুআ করছিলাম:

29 (মাদখাল-২৫৫/১, মিসর থেকে প্রকাশিত)

30 (হাশিয়াহ ইবনে হাজর মাক্কী আলাল ইযাহি ফি মানাসিকিল হাজ্জ লিন নববী : ৫০০, মিসর থেকে প্রকাশিত)

31 রুহুল মাআ'নী ১২৮/৬

32 (নাশরুত তিব পৃ৩০২,৩০৩)

اللهم اني اسئلك بمحمدٍ نبيك ورسولك وحبيبك

"ইয়া আল্লাহ তোমার নবী,তোমার রসুল, তোমার হাবীব মুহাম্মাদ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওয়াসিলায় আমি চাচ্ছি"

তখন এক পুলিশ (সৌদি আরবে শুরতাহ বলে) সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলতে লাগল – "শিরক! শিরক!" আমি বললাম " শিরক নয়, এটা ওয়াসিলা"। সে বলল: "التوسل بالاعمال لا بالذات" "তাওয়াসুল আমলের মাধ্যমে হয় সত্ত্বার মাধ্যমে হয় না। অর্থাৎ কোন নেক আমল করে দুআ কর যে ইয়া আল্লাহ! এই নেক আমলের ওয়াসিলায় আমার দুআ কবুল কর। لا بالذات অর্থাৎ সত্ত্বার দ্বারা নয় এরকম দুআ করো না যে!

ইয়া আল্লাহ এই ওলীর বরকতে আমার দুআ কবুল কর। সাথে সাথে একথাও বলল- **الاعمال** محبوب لا ذات আমল আল্লাহ কাছে আমল প্রিয়, সত্ত্বা নয় , আমি জবাবে বললাম –

يُحِبُّهُم وَ يُحِبُّونَهُ

যে আল্লাহ তো বলেন – তিনিও (আল্লাহ তাআলা) তাঁদের মহব্বত করেন এবং তাঁরাও তাঁকে মহব্বত করে। এখানে তো দুপক্ষই সত্ত্বা। সে জবাবে বলল সত্ত্বা প্রিয় নয়। আরবদের মধ্যে ভাল গুণ হল এরা কুরআন শুনলে চুপ হয়ে যায়। তো সে চলে গেল, চুপ হয়ে গেল। যখন যাচ্ছিল তখন আমি সজোরে জিজ্ঞাসা করলাম: بأي عملٍ اتوسل "কোন আমল দ্বারা ওয়াসিলা দিব"। সে বলল: "صل ركعتين ثم توسل" "দুই রাকাত পড় অতঃপর ওয়াসিলা দাও যে ইয়া আল্লাহ এই দুই রাকাতের ওয়াসিলায় আমার দুআ কবুল কর। আমি জবাবে বললাম – আমার দুই রাকাত আল্লাহর কাছে প্রিয়। আর নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর কাছে প্রিয় নয়, আজব কথা। তারপর সে চলে গেল। (মুলাখখাস ইয়াদগার খুতুবাত)

**অভিযোগ:**

ফাযায়েলে আমল (পৃষ্ঠা: ৯৬(উর্দূ); ৭৩১ (বাংলা) ) তে হযরত শায়খ যাকারিয়্যা (রহঃ) এমন এক ঘটনা বর্ণনা করেছেন যা দ্বারা আলে রসুল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (অর্থাৎ রসুল(সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর পরিবার) এর অপমান অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায় , সেটা এভাবে:

হযরত আলী (রাঃ) এর জান্নাতি হওয়া অনস্বীকার্য এবং তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। তিনি আশারায়ে মুবাশশারাদের অন্তর্ভুক্ত। যখন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাঈদ বিন যুবাইর (রহঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন- আলী (রাঃ) জান্নাতি না জাহান্নামী? তখন সাঈদ (রহঃ) বলেন আমি যদি জান্নাতে, জাহান্নামে যাই এবং সেখানকার লোকদের দেখি তবে বলতে পারব।

যার জান্নাতী হওয়া সন্দেহাতীত, তার ব্যাপারে করা প্রশ্নের জবাবে উল্লেখিত বাক্যসমূহ দ্বারা জবাব দেয়ার দ্বারা আলে রসুল(সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হেয় প্রতিপণ্য করা হয়েছে।

**জবাব:**

হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের(রহঃ) হালাতে ইযতেরারিতে[33] ছিলেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ চাচ্ছিল যে যে কোনক্রমে আমি তাঁকে ফাঁসাবই এবং জল্লাদকে হুকুম করব যাতে সে তাকে কতল করে দেয়। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যেহেতু হযরত আলী (রাঃ) এর ব্যাপারে বৈরী মনোভাব পোষণ করতেন, তাই তিনি সাঈদ (রহঃ)কে এমনভাবে প্রশ্ন করেছিলেন যাতে তিনি ফেঁসে যান এবং সে তাঁকে কতল করার সুযোগ পেয়ে যাইয়। এই কারণে হযরত সাঈদ (রহঃ) অনেক উত্তমভাবেই প্রশ্নগুলোর জবাব দিচ্ছিলেন। সাঈদ (রহঃ) না কুফরী কথা বলেছেন আর না মিথ্যা বলেছেন। আবার তিনি তাওরিয়াহও অবলম্বন করেননি। বরং তিনি জবাবের ধরণ পাল্টেছেন মাত্র। যেমন হযরত মুসা (আঃ)কে যখন ফিরআউন প্রশ্ন করেছিল যে, পূর্ববর্তী নাফরমান জাতিসমূহের কী পরিণাম হয়েছে? তখন এটার সাফ জবাব তো এই ছিল যে তারা জাহান্নামে আছে। কিন্তু মুসা (আঃ) যেহেতু হালাতে ইযতিরারিতে ছিলেন, সেজন্য তিনি শুধুমাত্র জবাবের ধরণ পাল্টালেন। যাতে ফিরআউন কথাকে লম্বা করার এবং মুসা(আঃ)কে কতল করার সুযোগ না পায়। তো মুসা(আঃ) জবাব দিলেন, সে বিষয়ে এলেম আমার রবের নিকট রয়েছে।[34] ঠিক একইভাবে সাঈদ (রহঃ) জবাবের ধরণ পরিবর্তন করেছেন মাত্র।

অতএব প্রমাণিত হল যে এখানে আলে রসুল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কোন ধরণের হেয় প্রতিপন্য করা হয়নি। বরং উদ্ভুত পরিস্থিতিকে সামাল দিয়ে বুদ্ধিমত্তার সাথেই সাঈদ (রহঃ) এরকম জবাব দিয়েছেন ।

**হালাতে ইযতিরারির সময়ে কুফরী কথা বলাও জায়েজ হয়ে যায়ঃ**

হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ)কে মক্কার মুশরিকরা একবার এত বেশি নির্যাতন করল যে, তার মাধ্যমে তাদের মনমত সমস্ত কিছুই স্বীকার করিয়ে নিল। যখন আম্মার (রাঃ) তাদের নিকট হতে মুক্ত হলেন তখন নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তাঁর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল, নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আম্মার, কি খবর? তিনি আরয করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! খুবই খারাপ খবর। আজ আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তি পাইনি যতক্ষণ আমি আপনার শানে কোন খারাপ বাক্য এবং তাদের মাবুদদের নামে কোন ভালো বাক্য না বলেছি। নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন দিলের অবস্থা কি ছিল? তিনি বললেন, দিন ঈমানের উপর অটল ছিল। নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বড় স্নেহের সাথে তার অশ্রু মুছলেন এবং বললেন: কোন অসুবিধা নেই, যদি তারা আগামীতে এরকম করে তবে তুমিও এরকমই করবে। এরপর কুরআনের আয়াত নাযিল হয়[35] যার তরজমা – "কেউ ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং কুফরীর জন্যে হৃদয় উন্মুক্ত করলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তার জন্য রেয়েছে মহা শাস্তি; তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয়েছে, কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচল।"[36]

33 এমন অবস্থা যখন কারো উপর নির্যাতন করা হয়, এবং তাঁকে বিভিন্ন মিথ্যা কথা স্বীকারে বাধ্য করা হয়।

34 সুরা ত্বাহা আয়াত ৫১,৫২

35 তাবাকাত ইবনে সাদ থেকে গৃহীত

36 সুরা নাহল : ১০৬

**অভিযোগ:**

হযরত শাইখ যাকারিয়্যা (রহঃ) কিছু সাহাবা (রাঃ) সম্পর্কে বলেছেন যে তাঁরা নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রক্তপান করেছেন।

**জবাব:**

হযরত শাইখ যাকারিয়্যা (রহঃ) ফাজায়েলে আমলে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) এবং হযরত মালিক বিন সিনান (রাঃ)এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন যার মধ্যে তাঁদের কর্তৃক নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর রক্তপান করার কথা উল্লেখ হয়েছে।[37]

**প্রথমত:** এখানে দেখা দরকার এই ঘটনার সত্যতা কতটুকু?

**জবাব:** এই ঘটনা দলিলযোগ্য এবং প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহে এই ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে।

**আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) কর্তৃক নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রক্তপান করার ঘটনা নিম্নলিখিত কিতাবসমূহে বর্ণিত:**

- মুস্তাদরাকে হাকেম – খণ্ড ৩ পৃষ্ঠা ৫৫৩
- সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী – খণ্ড ৭ পৃষ্ঠা৬৭
- সিয়ারু আলামিন নুবালা লিয যাহাবী খণ্ড ৩ পৃষ্ঠা ৩৬৬
- মাজমাউয যাওয়ায়েদ – তাবারানী ও বাযযারের সূত্রে খণ্ড ৮ পৃষ্ঠা ২৭০
- কানযুল উম্মাল – ইবনে আসাকিরের সূত্রে খণ্ড ১৩ পৃষ্ঠা ৪৬৯
- খাসাইসুল কুবরা লিস সুয়ূতি খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ২৫২
- আল ইসাবা – আবু ইয়ালা এবং দালাইলে বাইহাকীর সূত্রে খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ৩১০
- হুলইয়াতুল আউলিয়া – খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৩৩০

"হাফেয নুরুদ্দিন হাইছামী (রহঃ) নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিশেষত্ব অদ্ধায়ে এই ঘটনা বর্ণনা করার পর লিখেন – "ইহা ত্ববারানী এবং বাযযারের রিওয়ায়াত ।" মুসনাদে বাযযারের সকল রাবি সহীহের রাবি, শুধুমাত্র হুনাইদ ইবনুল কাসিম ব্যতিত। তবে তিনিও ছিক্বা (নির্ভরযোগ্য)" [38]

- ইমাম বাইহাকী(রহঃ) বলেন :" হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) কর্তৃক নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর রক্তপানের ঘটনা হযরত আসমা বিন্তে আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) হতেও দলিলযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়েছে।"[39]

37 (পৃষ্ঠা ১৮৮ (উর্দূ), ২৬২-২৬৩ (বাংলা), হেকায়েতে সাহাবা এর হুযূর (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি ভালবাসা অধ্যায়)
38 মাজমাউয যাওয়ায়েদ – (২৭০/৮)
39 সুনানুল কুবরা লিল বাইহাক্বী–৭৬/৬

- হাফেয শামসুদ্দিন যাহবী (রহঃ) বলেন: এই রিওয়ায়াত ইমাম আবু ইয়ালা (রহঃ) আপন মুসনাদে বর্ণনা করেছেন এবং লিখেছেন, হুনাইদ (রহঃ) এর উপর কারো আপত্তি আছে কিনা জানি না।[40]
- আল্লামা আলি মুত্তাকী হানাফী (রহঃ) এই রিওয়ায়াত বর্ণনা করার পর লেখেন – এই রিওয়ায়াতের সকল রাবী ছিক্বা। [41]

মালিক বিন সিনান (রহঃ) কর্তৃক নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রক্তপানের ঘটনা নিম্ন বর্ণিত কিতাবসুমূহে রয়েছে-

- হাফিয ইবনে হজর আসকালানী (রহঃ) এই ঘটনাটি ইবনে আবি আসেম, বাগাবী, সহীহ ইবনে সাকান এবং সুনানে সাঈদ ইবনে মানসুর এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন। [42]
- এই ঘটনা "মুখতাসার সিরাতে রসুল" (লেখকঃ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব নজদী) কিতাবেও রয়েছে। [43]

**সারকথা:**

দুটো ঘটনাই দলিলযোগ্য এবং আকাবির উলামা কিরাম রিওয়ায়াত করেছে। তাই বিনা দলিলে আমরা এই ঘটনা অস্বীকার করতে পারি না।

**ফায়েদা:**

মশহুর মুহাসসির আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) লিখেন: "দামে মাসফুহ (প্রবাহিত রক্তের) আয়াত বিদায় হজ্জের দিন আরাফাতে নাযিল হয়েছে।"[44]

হাফেয ইবনে আব্দুল বার মালেকী (রহঃ) লিখেন:"মালিক বিন সিনান (রাঃ) উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছে।" [45]

দ্রষ্টব্য যে, উহুদে শহীদ হওয়া সাহাবীগণের মধ্যে এরকম সাহাবীও ছিলেন যাঁরা মদপানও করেছেন। কারণ,তখনও মদপান হারাম হয়নি। ঠিক সেরকমই প্রবাহিত রক্তের মাসআলা। তাই অভিযোগকারীর উচিত যে, তিনি একথা প্রমাণ করেন যে প্রবাহিত রক্তের হারাম হওয়ার পর এই সাহাবীগণ (রাঃ) রক্তপান করেছেন।

**দ্বিতীয় কথা:**

জমহুর উলামায়ে কিরামের নিকট নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বর্জ্য পাক। তাই কোন আপত্তি থাকছে না।

---

40 (সিয়ারু আলামিন নুবালা - ৩৬৬/২)
41 (কানযুল উম্মাল ৪৬৯/১৩)
42 আল ইসাবাহ-৩২৫/৩, মিসর থেকে প্রকাশিত।
43 এই কিতাবের প্রকাশক গায়ের মুকাল্লিদের বিখ্যাত মাদরাসা জামিআতুল আসারিয়্যাহ, জেহলাম।
44 তাফসিরে কুরতুবী ২১৬/২
45 ইস্তিআব মাআলা ইসাবাহ-৩৫০/৩

**অভিযোগ:**

শাইখ যাকারিয়্যা (রহঃ) ফাযায়েলে আমলে লিখেছেন নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পেশাব এবং পায়খানা পাক।

**জবাব:**

জমহুর উলামায়ে কিরাম এই কথা বলেন যে, নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ) এর দেহ থেকে নির্গত পদার্থ পাক।

**মুফতিয়ে হিন্দ, মুফতি মুহাম্মদ কিফায়াতুল্লাহ (রহঃ) বলেন:**

শাফেয়ী মাযহাবের কিছু কিছু উলামায়ে কিরাম নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর পেশাব ও পায়খানা পাক বলেছেন। এবং হানাফী মাযহাবে উলামায়ে কিরাম সেগুলো উল্লেখ করে এর সাথে নিজেদের ঐক্যমত প্রকাশ করেছেন। এবং তারা ঐ সকল ঘটনা থেকে প্রমাণ দিয়েছেন যে সকল ঘটনায় দেখা যায় যে, কিছু সংখ্যক সাহাবা (রাঃ) এবং মহিলা সাহাবী (রাঃ) নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর পেশাব পান করেছেন এবং নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খবর পেয়ে তাঁদের দুআ দিয়েছেন এবং নিষেধ করেননি। এটি তাঁর বর্জ্য পাক হওয়ার দলীল।[46]

**উম্মে আয়মান (রাঃ) কর্তৃক নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পেশাব পান করার ঘটনা নিম্নবর্ণিত কিতাবসমূহে রয়েছে-**

- মুসনাদ লিল হাসান বিন সুফিয়ান ।
- মুসনাদ আবু ইয়ালা ।
- মুস্তাদরাক লিল হাকিম ।
- দারা কুতনী।
- আল ইসাবাহ লি ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ)। [47]
- আল ইস্তিআব লি ইবনে আব্দুল বার মালেকী (রহঃ)। [48]
- আশশিফা লি কাযী ইয়ায ।[49]
- উমদাতুল ক্বারী-লিল আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী (রহঃ)।[50]

নিম্নবর্ণিত উলামায়ে কিরাম নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দেহ বর্জ্যকে পাক বলে অভিহিত করেছেন-

46 কিফায়াতুল মুফতি খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ১৯
47 পৃষ্ঠা ৩৬০
48 খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা ৪৯১
49 পৃষ্ঠা ৮৮
50 খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা ৯২

- হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী আশ-শাফেয়ী (রহঃ)
  ফাতহুল বারী : খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ২৭২
- আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী হানাফী (রহঃ)
  উমদাতুল কারী : খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৩৫
- ইমাম নববী (রহঃ)
  শারাহ মুহাযযাব : খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ২৩৪
- মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ)
  জামউল ওয়াসাইল শুরুহুন শামাইল : খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ২
- আল্লামা সুয়ূতি শাফেয়ী (রহঃ)
  খাসাইসুল কুবরা : খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৭১
- আল্লামা শামী
  ফাতাওয়ায়ে শামী : খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৩১৮
- নিহায়াতুল মুহতা (শাফেয়ী মাযহাবের মশহুর কিতাব ) এর লেখক : খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ২৪২
- মুগনী (হম্বলী মাযহাবের মশহুর কিতাব) : খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৭৯
- শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ)
  মাদারিজুন নুবুওয়াহ : খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৪৩

**নিম্নলিখিত দেওবন্দী উলামায়ে কিরামও এই মত পোষণ করেন**:

- মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)
  নাশরুত তীব-১৩৫
- মুফতি আযিযুর রহমান সাহেব (রহঃ)
  ফাতাওয়া দারুল উলুম দেওবন্দ : খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৮৫, খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ২১১
- শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়্যা(রহঃ)
  ফাযায়েলে আমল: পৃষ্ঠা ১৮৮(উর্দূ), ২৬৩ (বাংলা)
- আল্লামা ইউসুফ বিন্নোরী(রহঃ)
  মাআরিফুস সুনান : খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৯৮
- মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী(রহঃ)
  আপ কে মাসাইন আওর উনকা হাল : খণ্ড ৯ পৃষ্ঠা ১৩৩

## আল্লামা আমিন সফদর উকাড়বী (রহঃ) এর একটি সূক্ষ্ম আলোচনা

ওয়াহিদ সাহেব বলেছেন যে, হযরত শাইখুল হাদীস (রহঃ) এই কথা বলেছেন যে, নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর পেশাব,পায়খানা, নির্গত পদার্থ এগুলো সব পাক। আমি (আল্লামা আমিন সাফদার উকাড়বী (রহঃ))বললাম, ফুজলা শব্দের অর্থ খাদ্যের অতিরিক্ত অংশ। পাকস্থলী খাদ্য আত্তীকরণ করে তাঁর শক্তি শোষণ করে নেয়।পাকস্থলীর এই খাদ্য থেকে গৃহীত শক্তি যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গ্রহণ করে। পাকস্থলীর অতিরিক্ত অংশ বৃহদ্রান্ত ও ক্ষুদ্রান্ত হয়ে পায়খানা হিসেবে বের হয়। এ অংশকে পাকস্থলীর বর্জ্য বলে।পাকস্থলী থেকে গৃহীত শক্তির কিছু অংশ রক্ত উৎপাদন করে। রক্ত উৎপাদনের অতিরিক্ত অংশ রেচনতন্ত্রের মাধ্যমে পেশাব হয়ে বের হয়। একে যকৃতের ফুজলা বলে। হৃৎপিণ্ড শরীরের শিরায় উপশিরায় রক্ত সঞ্চালন করে। রক্ত থেকে শরীরে যে অতিরিক্ত অংশ তৈরী হয় তা ঘাম আকারে বের হপ্য। যে রক্ত ও শোষনকৃত শক্তি শরীরের ভিতরে রয়েছে এগুলো গোশত হয়ে শারীরিক বৃদ্ধি ঘটায়। সব মানুষের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য। সাধারণ মানুষের শরিরে মশা-মাছি বসলেও রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শরিরে এগুলো কখনো বসত না। সাধারণ মানুষের ঘামে দুর্গন্ধ থাকলেও রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ঘাম ছিল উন্নত মানের সুঘ্রাণ। রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ঘুমকে ঘুমই বলা হয় কিন্তু তাঁর ঘুম ছিল আমাদের মত সাধারণ মানুষের জেগে থাকার চেয়েও শক্তিশালী। রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্বপ্ন ওহী ছিল। ঘুমের কারণে রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওযু নষ্ট হত না। রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিঃসন্দেহে মানুষ ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে যে বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন তা অস্বীকার করবেন কেন? ইয়াকুতও পাথর আবার হাজরে আসওয়াদও পাথর। কিন্তু হাজরে আসওয়াদের সাথে ইয়াকুতের তুলনাও হয় না। আল্লাহ তাআলা নবীদের শরীরে জান্নাতের কিছু বৈশিষ্ট্য তৈরী করেছেন।এ কারণে তাঁদের শরীর মৃত্যুর পরে মাটি নিঃশেষ করতে পারে না। একইভাবে অন্যদের বর্জ্যের তুলনায় রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বর্জ্যে যদি কোন বৈশিষ্ট্য থাকে, তাহলে সমস্যা কোথায়?

**অভিযোগ:**

ফাযায়েলে আমল : পৃষ্ঠা ২৬৭(উর্দূ), ২৭৯ (বাংলা), وَلَقَد يَسَّرنَا القُرآنَ لِلذِّكرِ فَهَل مِن مُّدَّكِرٍ[51] এর তরজমায় তাহরিফ (পরিবর্তন) করা হয়েছে।

**জবাব:**

এই আয়াতের অর্থে মুফাসসিরিনের দুইটি উক্তি বর্ণিত আছে এবং দুইটিই স্বস্থানে ঠিক আছে।

**১ম উক্তি:** এই আয়াতের অর্থ "আমি কুরআনকে হিফয করার জন্য সহজ করে দিয়েছি।"

**২য় উক্তি:** এই আয়াতের অর্থ "আমি কুরআনকে নসিহত হাসিল করার জন্য সহজ করে দিয়েছি।"

51 সূরা ক্বামার:১৭

**নিম্নলিখিত মুফাসসিরিনে কিরাম উল্লিখিত দুই উক্তিই বর্ণনা করেছেন**

- তাফসিরে জালালাইন : ৮৮১
- তাফসিরে কাশশাফ : খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা ৪৩৫
- তাফসিরে ইবনে কাছির : খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা ২৬৪
- তাফসিরে আল-বাহরুল মুহিত : খণ্ড ৮ পৃষ্ঠা ১৭৮
- তাফসিরে রুহুল মাআনি : খণ্ড ৭ পৃষ্ঠা ৮৪
- তাফসিরে মাযহারী : খণ্ড ৭ পৃষ্ঠা ১৩৮

**নিম্নলিখিত তাফসিরে শুধু একটি উক্তিই বর্ণিত হয়েছে:**

- যাদুল মাসীর : খণ্ড ৮ পৃষ্ঠা ৯৪
- তাফসিরে কুরতুবী : খণ্ড ১৭ পৃষ্ঠা ১৩৪

**শাইখ যাকারিয়্যা (রহঃ) যে অর্থ বর্ণনা করেছেন তা লিম্নলিখিত মুফাসসিরিনে কিরাম (রহঃ) থেকে বর্ণিত[52]:**

- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)
- ইমাম মুজাহিদ (রহঃ)
- ইমাম যাহহাক (রহঃ)
- ইমাম ইবনে শাওযাব (রহঃ)
- ইমাম মাতারুল ওয়ারাক (রহঃ)
- ইমাম সুদ্দি (রহঃ)
- হযরত কাতাদা (রাঃ)

এবং এই অর্থ হযরত সাইদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) থেকেও বর্ণিত। [53]

সুতরাং অভিযোগকারীকে বুঝে নেওয়া উচিত যে একে তাহরিফ বলে না।

52 তাফসিরে ইবনে কাছির: খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা ২৬৪

[53] যাদুল মাছির – ৯৪,৯৫/৮; তাফসিরে কুরতুবী – ১৩৪/১৭; তাফসিরে মুহিত – ১৭৮/৮

**অভিযোগ:**

ফাযায়েলে আমলে এবং ফাযায়েলে সাদাকাতে এমন কিছু ঘটনা আছে যা অসম্ভব। এবং সেগুলো দ্বারা শিরক এবং বিদআদের দরজা খুলে।

**জবাব:**

যে কাজগুলো সাধারণত অসম্ভব মনে করা হয় সেই কাজগুলো নবী (আঃ) গণ দ্বারা সংঘটিত হলে তাকে মু'জিযা বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ –

- হযরত সালিহ (আঃ)এর উটনীর পাথর থেকে পয়দা হওয়া;
- হযরত মুসা (আঃ)এর লাঠি সাপ হওয়া এবং তাঁর হাত আলোকিত হওয়া। তাঁরা এবং তাঁর কওমের জন্য নদীতে রাস্তা তৈরী হওয়া;
- হযরত ইব্রাহীম (আঃ)এর জন্য আগুন শান্তিদায়ক ঠাণ্ডা হওয়া
- হযরত ঈসা (আঃ) এর দ্বারা মৃত জীবিত হওয়া এবং রোগীদের ভালো হওয়া প্রভৃতি ;
- নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর হাতের ইশারায় চাঁদ দু'টকরো হওয়া ।

এই সকল জিনিস মু'জিযার অন্তর্ভুক্ত। নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এরূপ আরো অনেক মু'জিযা রয়েছে যেগুলোর বর্ণনা হাদীসের কিতাবসমূহে রয়েছে। মাওলানা বদরে আলম মিয়াবী (রহঃ) 'তরজমানুস সুন্নাহ' কিতাবে এবং মাওলানা আহমদ সাইদ সুবহানুল হিন্দ (রহঃ) 'মু'জিযাত আওর রসুল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)' কিতাবে অসংখ্য মু'জিযার কথা উল্লেখ করেছেন। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে অস্মভব এরকম কাজ যদি কোন ওলীর দ্বারা প্রকাশ পায় তবে তাকে কারামত বলে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা হযরত মারয়াম (আঃ) এর কথা উল্লেখ করতে পারি, তার নিকট বন্ধ রুমের ভিতর বেমওসুম ফল কিভাবে এল? ঠিক একইভাবে তার জন্য শুকনা খেজুর গাছ থেকে তাজা খেজুরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আসহাবে কাহফ ৩০৯ বছর গুহার ভেতর ঘুমিয়ে ছিল। এগুলো সবই কারামত। এছাড়া হাদীসে এবং তারিখের (ইতিহাসের) কিতাবসমূহে এত কারামাত উল্লেখিত হয়েছে, যার সবগুলো আলোচনা করা এখানে অসম্ভব।

অভিযোগাকারী যেই ঘটনাগুলো অসম্ভব এবং শিরক-বিদআতের কারণ মনে করছেন তা এই ধরণেরই – তা হয়ত ম'জিযা অথবা কারামত। অভিযোগকারীদের নিকট আমাদের আবেদন এই যে তাঁরা যখন এই ঘটনাগুলো পড়েন তারা যেন মুসলমানদের মানসিকতা অনুযায়ী পড়েন। ঈসাঈ মানসিকতা নিয়ে না পড়েন। কারণ যখন ঈসাঈরা হযরত ঈসা (আঃ) এর ঘটনা পড়ে তখন তারা মনে করে যে, এর মধ্যে ঈসা (আঃ) এর ক্ষমতা আছে এবং এই বাহ্যত অসম্ভত ঘটনাগুলো ঈসা (আঃ) দ্বারাই সংঘটিত হচ্ছে। কিন্তু যখন মুসলমান এইসকল ঘটনা পড়ে তখন সে এই মানসিকতা নিয়ে পড়ে যে, এইসকল কাজ আসলে আল্লাহ তাআলাই করেছেন এবং তিনি তাঁর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছেন। তাই আমাদের আবেদন এই যে, যে কেউ এই সকল ঘটনা পড়ে, সে যেন মুসলমানের মানসিকতা নিয়ে পড়ে। তাহলে, সে এই ঘটনাগুলোতেই তাওহীদ দেখতে পাবে। যদি ঈসাঈ মানসিকতা নিয়ে পড়ে তবে এর মধ্যে শুধু শিরকই চোখে পড়বে, অন্য কিছু নয়।

**আকলী দলিলঃ**

ধরা যাক, এই সকল ঘটনা শিরক-বিদআতের সূচনা করে, তবে তো এই সকল ঘটনা সম্বলিত কিতাব যারা পড়ে তারা মুশরিক হতে থাকবে। অথচ, আমরা এরকম কাউকে দেখিনি, যিনি তাবলীগে এক বছর অথবা তিন চিল্লা সময় দিয়েছেন এবং তিনি মুশরিক হয়ে গিয়েছেন। অভিযোগকারী এরকম কাউকে দেখলে অবশ্যই যেন আমাদের জানিয়ে দেন, নয়ত ঈসাঈ মনোভাব নিয়ে এইসকল কিতাবে যেন তিনি হাত না লাগান।

**অভিযোগ:**

হযরত শাইখ যাকারিয়্যা (রহঃ) এর কিতাবসমূহে আওলিয়া কেরামগণ সম্পর্কে এমন ঘটনা লিখা হয়েছে যা আম্বিয়াগণ (আঃ) থেকেও প্রমাণিত নয়।

**জবাব:**

এর জবাব ইমামুল মুনাযিরীন হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আমিন সফদর উকাড়বী (রহঃ) এর লিখা কিতাব থেকে দেয়া হচ্ছেঃ এধরনের ঘটনা কিভাবে মেনে নিবো? অনেক বিষয় এমন রয়েছে, যা নবী ও সাহাবীদের ক্ষেত্রেও ঘটেনি। নবী ও সাহাবাদের মর্যাদা তো ওলীদের থেকে অনেক উর্ধ্বে। একটা অসম্ভব ব্যাপার হলো, একজন নবী ও সাহাবীর হাতে যেই কারামত প্রকাশিত হয়নি, সেটা একজন ওলীর হাতে প্রকাশিত হবে।

আমি (আমিন সফদর উকাড়বী(রহঃ)) বললাম, আজব ব্যাপার। আপনি এখানে যুক্তি দিতে শুরু করলেন। আপনাকে প্রশ্ন করি, আপনি স্বপ্ন দেখেন কি না? তিনি বললেন, হ্যাঁ, দেখি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হুবহু সেগুলোই দেখেন যা নবী ও সাহাবীগণ দেখেছেন না কি এর চে' বেশি দেখেন? ওহীদ সাহেব বললেন, এখানে নবী ও সাহাবীদের সঙ্গে কিসের সম্পর্ক? আল্লাহ তায়ালা যা ইচ্ছা তাই স্বপ্নে দেখান। কখনও একটা ছোট্র শিশুও স্বপ্ন দেখে। সকালে বলে যে, আমি স্বপ্ন দেখেছি, আজ নানা এসেছে। বাস্তবেও ঐ দিন নানা এসে পড়লো। ফলে স্বপ্ন বাস্তব প্রমাণিত হলো। এই স্বপ্নকে কেউ এই বলে অস্বীকার করে না যে, পরিবারের বড়রা কেউ স্বপ্ন দেখলো না, একটা শিশু কিভাবে দেখলো?

দেখুন, হযরত মারইয়াম (আঃ)আল্লাহর ওলী ছিলেন। তিনি মৌসুম ছাড়া ফল খাচ্ছিলেন। অথচ হযরত যাকারিয়া (আঃ) আল্লাহর নবী হওয়া সত্ত্বেও তার নিকট ফল আসেনি। হযরত আয়েশা (রাঃ) নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তার কোন সন্তান হয়নি। এমনকি একটা কন্যা সন্তানও হয়নি। অথচ হযরত মারইয়াম (আঃ) আল্লাহর ওলী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে স্বামী ছাড়া পুত্র সন্তান দিয়েছেন। হযরত ইয়াকুব (আঃ)প্রতিদিন নিজের মুখে হাত লাগিয়েছেন। চোখ ভালো হয়নি। অথচ হযরত ইউসুফ (আঃ) এর শুধু জামার স্পর্শে চোখ সুস্থ হয়েছে। যেই বাতাস হযরত সুলায়মান (আঃ)এর সিংহাসন উড়িয়ে নিয়ে যেত, তাকে হিজরতের সময় আদেশ দেয়া হয়নি যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এক মুহূর্তে মদীনায় পৌঁছে দাও। হযরত সুলাইমান (আঃ) নবী হওয়া সত্ত্বেও বিলকীসের সিংহাসন এনেছিলো তাঁর এক বুজুর্গ সাথী। এগুলো সব আল্লাহর ইচ্ছা। তিনি চাইলে হাজার মাইল দূরের বাইতুল মুকাদ্দাস চোখের সামনে দেখতে পান। জান্নাত ও জাহান্নাম দেখতে পারেন। এর বিপরীতে হুদায়বিয়া সন্ধির সময় উসমান গণী রা. এর শাহাদাতের মিথ্যা সংবাদ আসে। সংবাদটি যাচাইয়ের কোন মাধ্যম ছিলো না। একারণে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উসমান

রা. এর হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বাইয়াত শুরু করে দিয়েছেন। হুদায়বিয়া মক্কা থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। আল্লাহর ইচ্ছায় শত মাইল দূরের জিনিস দেখলে পেলেও আল্লাহর ইচ্ছা না হওয়ার কারণে কয়েক মাইল দূরের বিষয় জানতে পারেননি। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা না হওযার কারণে সামান্য দূরে কূপের মধ্যে থাকা হযরত ইউসুফ (আঃ)সম্পর্কে জানতে পারেননি। অথচ আল্লাহর ইচ্ছা হওয়ার কারণে মিশরে অবস্থিত হযরত ইউসুফ আ.এর জামার ঘ্রাণ কিনআনে পেয়েছেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি যে দুনিয়ার সবাইকে মুশরিক মনে করছেন, এ ব্যাপারে দ্বিতীয়বার চিন্তা করুন। আর অন্তর থেকে তওবা করুন।[54]

**পরিশিষ্ট**

মাওলানা ইলয়াস গুম্মান সাহেব (দা.বা.) এর একটি বয়ান থেকে প্রচলিত একটি প্রশ্নের জবাব দেয়া জরুরী মনে করছি যা আদম (আঃ) কর্তৃক রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওয়াসিলা দেয়া সম্পর্কিত হাদীসের উপর কৃত অভিযোগের মতই।

অনেকে বলে থাকেন, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেসহ পুরা কায়েনাতের সব কিছু মুহাম্মাদ (সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কারণে তৈরী করেছেন, এই পুরা কায়েনাতের অস্তিত্ব রসুলুল্লাহ (সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অস্তিত্বের কারনেই হয়েছে, তাঁরই ওয়াস্তে আল্লাহ তাআলা পুরা বিশ্বের সবকিছু তৈরী করেছেন, এই কথাগুলো ঠিক নয়।

কারণ আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে কুরআনে পাকে বলেছেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি। (সুরা যারিয়াত:৫৬)

**জবাব:**

আল্লাহ তাআলা কুরআনে পাকে এরশাদ করেনঃ

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

তিনিই সে সত্ত্বা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমীনে রয়েছে সে সমস্ত। (সুরা বাকারা:২৯)

অতএব আমরা বলতে পারি যে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর সবকিছু আমাদের জন্য তৈরি করেছেন। আর আমরা এই বইয়ের ৭ নং পৃষ্ঠায় যে হাদীসটি দেখতে পাচ্ছি সে হাদীস থেকে এ কথা পাওয়া যায় যে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে তৈরী না করলে আল্লহ তাআলা আদম (আঃ)কেও তৈরী করতেন না। আর আদম (আঃ) না হলে মানব জাতি কোথা থেকে অস্তিত্বপ্রাপ্ত হত??

অর্থাৎ মানব জাতি সৃষ্টির পিছনে কারণ হল রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

54 তাজাল্লিয়াতে সাফদার

আর পুরা কায়েনাতের সৃষ্টি হল মানব জাতির জন্য, যা আমরা আয়াত থেকে দেখতে পাচ্ছি। তাহলে আমরা বলতে পারি যে পুরা কায়েনাতের সৃষ্টির কারণ হল রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। আরো কিছু দলীল দেখুন।

হাদীসে পাকে দুনিয়া ধ্বংসের ব্যাপারে দুই রকম কথা আছে। এক হাদীসে আছে কিয়ামত সর্বনিকৃষ্ট মানুষদের উপর সংঘটিত হবে। আরেক হাদীসে আছে, "ততক্ষন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষন যমীনে একজন লোকও আল্লাহ আল্লাহ বলবে"।

প্রথম হাদীস দ্বারা ঈমান উদ্দেশ্য, আর দ্বিতীয় হাদীস দ্বারা আমল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কিয়ামত এমন সময় আসবে যখন ঈমানওয়ালা, আমলওয়ালা কোন লোকই অবশিষ্ট থাকবে না। আর ঈমান আর আমল তো রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওয়াস্তেই আমরা পেয়েছি। তাহলে আমাদের দুনিয়াতে আসাটাও যেমন রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওয়াস্তে। আবার দুনিয়া যে টিকে আছে তাও রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওয়াস্তে।

পুরা দুনিয়ার সমস্ত জীব জানোয়ারও টিকে আছে রসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াস্তে। কারণ দুনিয়াতে যখন মানুষের আমল খারাপ হয় তখন আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন ধরণের আযাব পাঠান। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। (সুরা রুম:৪১)

আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ

যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভুপৃষ্ঠে চলমান কাউকে ছেড়ে দিতেন না।

(সুরা ফাতির:৪৫)

অতএব জীবের অস্তিত্ব আছে মানুষের আমল ঠিক থাকার কারণে। আর মানুষের আমল ঠিক কে করেছেন? সবাই জানে যে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ই মানুষের ঈমান আমল ঠিক করেছেন। সুতরাং, কায়েনাতের অস্তিত্ব উনার ওয়াস্তেই টিকে আছে। তিনি  না হলে কায়েনাত টিকতই না।

অতএব এই দুনিয়ার সব কিছুই রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওয়াস্তেই আল্লাহ তাআলা তৈরী করেছেন। আর সবকিছু তাঁর ওয়াস্তেই টিকে আছে।

এখন প্রশ্ন হল উপরে বর্ণিত বক্তব্য আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত এরশাদের সাথে সাংঘর্ষিক কিনা??

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون

আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি। (সুরা যারিয়াত:৫৬)

যারা অভিযোগ করে থাকে তারা উদ্দেশ্য এবং কারণের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে ভুল করে। লেখক বয়ানের মধ্যে বলেনঃ কেউ যদি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করে যে, "মাওলানা ইলয়াস গুম্মান কেন এসেছেন?" আর আপনারা বলেন, তিনি বয়ান করতে এসেছেন। আর আমাকে জিজ্ঞাসা করার পর আমি যদি বলি, আমাকে দাওয়াত দেয়া হয়েছে তাই আমি এসেছি।

কেউ কী আছে যে এরকম বলবে যে, আপনারা একরকম কথা বলছেন আর আমি অন্যরকম কথা বলছি?? অতএব কার কথা মানব??আসলে আপনারা আমার আসার উদ্দেশ্য বলেছেন। আর আমি আমার আসার কারণ বলেছি। ঠিক একইরকমভাবে আল্লহ তাআলা সৃষ্টির উদ্দেশ্য বলেছেন আর রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সৃষ্টির কারণ বলেছেন।

**দ্রষ্টব্য:**

পাঠকবৃন্দ আপনাদের সামনে কিছু অভিযোগের জবাব পেশ করা হল। আর বাকি যেসকল অভিযোগ করা হয় সেগুলোর জবাব দেয়া সময় নষ্ট করারই নামান্তর। কারণ ঐগুলো এরকম জবাব দেয়ার মত কোন অভিযোগই নয়। বিবেকবান্দের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

আল্লাহ তাআলা তাঁর দরবারে এটি কবুল করুক। আমিন!